বিধিনৈপুণ্যায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়। নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ১৩৯ ॥

যঃ আর্ষভেয়ো ভরতঃ। মরণসময়ে তত্রাপি মৃগশরীরে তদ্বচনজন্মাত্যন্তাসম্ভবাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব তস্যাঃ কীর্ত্তনলক্ষণায়াঃ ভক্তেঃ সিধ্যতি। এবং গজেন্দ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৯ ॥

অতএব, ভক্তি যে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ ধর্ম্মের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। মহাভাগবত শ্রীভরত মহাশয় দ্বিতীয়জন্মে যখন মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন পূর্ব্বজন্মের ভক্তিসংস্কার-বশতঃ সেই মৃগদেহ ত্যাগ-সময়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন—"যিনি যজ্ঞস্বরূপ এবং যজ্ঞাদি ফলদাতা ও বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি অষ্টাঙ্গ-যোগস্বরূপ, আত্ম-অনাত্ম বিবেকের যিনি মুখ্যফলস্বরূপ ও যিনি মায়ার নিয়ামক, সর্ব্বজীবের যিনি অন্তর্য্যামী, আমি সেই শ্রীহরিকে নমস্কার করি; অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান এবং দেবতাকাণ্ডের প্রতিপাদ্য, সেই শ্রীহরিতেই আত্মসমর্পণ করিতেছি। এইরূপ বলিতে বলিতে মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। এইস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—একে তো তিনি সে সময় মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর, তন্মধ্যেও মৃগশরীরে এইপ্রকার বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়া অত্যন্তই অসম্ভব। কারণ পশু, পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে যে রসনা, তাহাতে ধ্বনি করিবারই সম্ভাবনা আছে; কিন্তু হরি, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ উচ্চারণের সামর্থ্য নাই। অথচ একে মরণসময়, তাহাতে মৃগদেহেও শ্রীভরতমহাশয় পূর্ব্ববর্ণিত প্রকার সুস্পষ্টভাবে বর্ণাত্মক শ্রীনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে—সেই কীর্ত্তন-লক্ষণা-ভক্তি রসনার অপেক্ষা না করিয়াও স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রীভক্তি যদি স্বরূপশক্তির বৃত্তি না হইতেন, তাহা হইলে জিহ্বা প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশ হইতে পারিতেন না। এইপ্রকার গজরাজের বিষয়েও বুঝিতে হইবে। ৫।২৪ ॥ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতকে কহিয়াছেন ॥ ১৩৯ ॥

পরমসুখরূপত্বঞ্চ দৃশ্যতে। তত্র সাধনদশায়াম্—অতো বৈ কবয়ো নিত্যমিত্যাদৌ। কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ইত্যাদৌ চ তদ্রূপত্বাভিব্যক্তির্দর্শিতৈব। সিদ্ধদশায়াস্তু সুতরাং, তৎপ্রকটীভবতি। যথা—মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ১৪০ ॥

অত্রান্যস্য কালবিপ্লুতত্বমিতি সেবায়াস্তদভাবপ্রাপ্তে নির্গুণত্বং সিদ্ধম্। অকাল-বিপ্লুতসালোক্যাদিভ্যোঽতিশয়ে তু কিমুতেতি ॥ ৯ ॥ ৪ ॥ শ্রীবিষ্ণুর্দুর্ব্বাসসম্ ॥ ১৪০ ॥